একটি ভয়াবহ ট্র্যাজেডির স্মৃতিচারণ:

কল্পনা করুন আপনি যে ভবনে কাজ করছেন, সেই ভবনের ছাদ হঠাৎ ভেঙে পড়তে শুরু করলো। সেই মুহূর্তে আপনার প্রথম চিন্তা কী? আপনি দৌড় দিবেন! আপনি যতটা সম্ভব, দ্রুত ভবন থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছেন। অন্যরাও বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছেন এতে করে একসাথে সকলের বেরিয়ে আসা অসম্ভব হয়ে পড়ছে। কিছুক্ষণ পরেই একটি বড় বিস্ফোরণের শব্দ হয় এবং আপনি নিজেকে ৮-৯টি মৃতদেহের স্তূপের নীচে দেখতে পান, চারপাশে ভাঙা পাথর, রডের টুকরো, যেখানে আপনি আর নড়াচড়া করতে পারছেন না। বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে আশপাশের কোনো কিছুই স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছেন না যে কী ঘটছে। আপনার নিঃশ্বাস ভারী হয়ে ওঠছে, শ্বাস নেওয়ার জন্য অক্সিজেন পাচ্ছেন না, আপনি আপনার ভাঙা পাতলা কণ্ঠস্বর দিয়ে চিৎকার করার চেষ্টা করছেন এবং আপনার শরীর অসাড় হয়ে যাচ্ছে এবং আপনাকে সাহায্য করার জন্য আশেপাশে কেউ নেই! ভাবছেন, এটা কি কেবল একটি কল্পনা? কিন্তু সত্যিই তাই ঘটেছে। এই ঘটনাটি ছিল ২০১৩ সালের ২৪শে এপ্রিল বাংলাদেশের সাভারে অবস্থিত রানা প্লাজা নামক একটি ভবনে সংঘটিত ১১৩৮ জন জীবন হারানো এবং ২৫০০ জনেরও বেশি আহত পোশাক শ্রমিকের গল্পের মধ্যে একটি। এটি বাংলাদেশের ইতিহাসে মানবসৃষ্ট বৃহত্তম শিল্প দুর্ঘটনা যেখানে কম মজুরি, অতিরিক্ত কাজ, সংগঠনে বাঁধা, শ্রমিকদের নিরাপত্তা পর্যবেক্ষণের অভাব এখনও বিরাজ করছে। ভবনটিতে পাঁচটি পোশাক কারখানা ছিল যা ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার অনেক আন্তর্জাতিক পোশাক ব্র্যান্ডের জন্য পোশাক তৈরি করত। ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি কমাতে, বাংলাদেশ অ্যাকর্ড প্রতিষ্ঠা আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডগুলিকে জবাবদিহি করার জন্য একটি মূখ্য পদক্ষেপ হিসেবে কাজ করে, যতক্ষণ না ২০১৮ সালে আরএসসির কাছে এটি হস্তান্তর করা হয় এবং 'আন্তর্জাতিক অ্যাকর্ড' হিসেবে নবায়ন করা হয়। ২০০+ টিরও বেশি ব্র্যান্ড মূল অ্যাকর্ডে স্বাক্ষর করেছে যা আইনত বাধ্যতামূলক। অ্যাকর্ড বাংলাদেশের প্রায় ১৬০০ কারখানাকে ২৫ লক্ষেরও বেশি পোশাক শ্রমিকদের জন্য নিরাপদ করে তুলেছিল।

রানা প্লাজা ট্র্যাজেডির ১২তম বার্ষিকী নিউজলেটার

বাংলাদেশ সেন্টার ফর ওয়ার্কার্স সলিডারিটি -বিসিডব্লিউএস

২৪ই এপ্রিল, ২০২৫

তবুও, শ্রমিকদের নিরাপত্তা এখনও ঝুঁকির বাইরে নয়, বলেছেন দেশের কিছু অপরিহার্য শ্রম অধিকার কর্মী। কারখানার শ্রমিকদের পেশাগত নিরাপত্তার ঝুঁকিগুলি রক্ষা করার জন্য কারখানার কর্তৃপক্ষরা কম মনোযোগ দেন বা কখনও কখনও একেবারেই মনোযোগ দেন না। তথাকথিত কারখানার বাইরের বিন্যাসটি নিখুঁত বলে মনে হতে পারে কিন্তু এর ভিতরে সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃশ্যপট রয়েছে যেখানে অপর্যাপ্ত বায়ুচলাচল, অতিরিক্ত তাপ - কাজ করার জন্য খুব বেশি গরম, অপর্যাপ্ত শীতল ব্যবস্থা যা শ্রমিকদের দুর্ভোগ বাড়িয়ে তুলে। আবার, আইন-নির্ধারিত হলেও, কারখানার নিরাপত্তা কমিটিগুলি বেশিরভাগই কেবল নামমাত্র এবং কেবল ক্রেতা দেখানোর জন্য গঠিত হয়। লিঙ্গ-ভিত্তিক হয়রানি, সংগঠনের স্বাধীনতার অধিকার কেড়ে নেওয়া এবং পোশাক খাতে এখনও ন্যায্য শ্রম অনুশীলনের দাবিতে বের করে দেয়া - এসব চলমান। সম্প্রতি, শ্রম সংস্কার এবং নারী সংস্কার কমিশন অন্তবর্তীকালীন সরকারের প্রতি ৩ বছর পর পর পর্যালোচনা করে জীবনযাত্রার মানানুযায়ী মজুরি নির্ধারণ করার আহ্বান জানিয়েছে; নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা; কর্মীর কর্মক্ষেত্রে আঘাতের ক্ষতিপূরণ দেওয়া; এন্টি-হ্যারাজমেন্ট সেল এবং ডে কেয়ার সুবিধাগুলি কার্যকর করার সুপারিশ জানিয়েছেন। রানা প্লাজা ট্র্যাজেডি আমাদের বারবার মনে করিয়ে দেয় যে শ্রম অধিকার কার্যকরভাবে প্রতিষ্ঠা করে আমাদের তৈরি পোশাক খাতের উন্নতির জন্য এখনও অনেক কাজ বাকি রয়েছে।

BCWS উদ্যোগ -শ্রমিকদের কণ্ঠস্বর শক্তিশালীকরণ:

BCWS হল একটি অধিকার-ভিত্তিক শ্রম প্রতিষ্ঠান যা ২০০০ সাল থেকে বাংলাদেশে মর্যাদার সাথে চাকরির জন্য লড়াই করছে। এর উদ্দেশ্য হল উপযুক্ত কর্মপরিবেশ প্রতিষ্ঠা ও পোশাক কারখানার শ্রমিকদের ক্ষমতায়ন এবং সহায়তা করা এবং শ্রম অধিকারের প্রতি অধিকতর সম্মানের জন্য দেশীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে সমর্থন করা। BCWS-এর প্রধান উদ্যোগগুলো হলো -

- শ্রম অধিকার-সম্পর্কিত প্রোগ্রাম - BCWS শ্রম আইন এবং শ্রম বিধি সম্পর্কে জ্ঞান সমৃদ্ধ করার জন্য পোশাক শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। এই প্রশিক্ষণগুলি শ্রমিকদের তাদের আইনি সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে অবহিত করে।
- কার্যকর নেতৃত্ব কর্মসূচি: BCWS কারখানার শ্রমিকদের নেতৃত্বের দক্ষতাং সক্ষম করে তোলে যাতে তারা অন্যায় সম্পর্কে বুঝতে পারে এবং তাদের মর্যাদা রক্ষা করার জন্য যেকোনো বৈষম্যের বিরুদ্ধে তাদের আওয়াজ তুলতে পারে।
- জলবায়ু-ন্যায়বিচার কর্মসূচি: জলবায়ুর প্রতিকূল প্রভাব সম্পর্কে শ্রমিকদের অবগত করা এবং প্রশমন কৌশল মোকাবেলা করা।
- SRHR প্রশিক্ষণ কর্মসূচি: BCWS RMG এবং সম্প্রদায় নারীদের SRHR ধারণা সম্পর্কে শিক্ষিত করছে যাতে তারা প্রজনন স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, নিরাপদ মাতৃত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়।
- GBVH প্রোগ্রাম: সকল স্তরে সহিংসতার বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর বিষয়ে শ্রমিকদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
- ডায়ালগ প্রোগ্রাম: শ্রমঅধিকার উন্নয়নের বিষয়ে আলোচনার জন্য প্রাসঙ্গিক স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ত করা।
- অ্যাডভোকেসী ও প্রচারণা: প্রাসঙ্গিক আইন ও নীতি সংস্কারের জন্য প্রাসঙ্গিক স্টেকহোল্ডারদের সাথে কাজ করা। আন্তঃদেশীয় প্ল্যাটফর্ম উভয় ক্ষেত্রেই প্রচারণা কার্যক্রম করা।

সুপারিশসমূহঃ

- রানা প্লাজার সকল আহত শ্রমিক এবং নিহত শ্রমিক পরিবারের যথাযথ ক্ষতিপূরণসহ ন্যায্য পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।
- আন্তর্জাতিক অ্যাকর্ডকে স্বাধীনভাবে কাজ করার অনুমতি দেয়া এবং এই অবকাঠামোর মধ্যে আর.এস.সি -কে অন্তর্ভুক্তিকরণ।
- আই.এল.ও কনভেনশন ১২১ অনুসারে কর্মসংস্থান দুর্ঘটনা প্রকল্পকে অন্তর্ভুক্ত করে বাংলাদেশ শ্রম আইন সংশোধন করা।
- রানা প্লাজা দিবসকে আনুষ্ঠানিকভাবে 'রানা প্লাজা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করা।
- ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য সোহেল রানাসহ রানা প্লাজার ঘটনায় জড়িত সকল অপরাধীর বিচার ত্বরান্বিত করা।
- সকল পোশাক কারখানার শ্রমিকদের জন্য জীবনযাত্রা-মানসম্পন্ন মজুরি অন্তর্ভুক্ত করা।
- শ্রম অধিকার, জলবায়ু ন্যায়বিচার, সঠিক মজুরি, সংগঠনের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য ব্র্যান্ডগুলিকে জবাবদিহিতার আওতায় আনা।
- শ্রমিক সংগঠনের অধিকার রক্ষা করা; ইউনিয়ন গঠনে বাঁধা প্রতিরোধ করা এবং শ্রমিকদের কালো তালিকাভুক্ত করা বন্ধ করা।
- ন্যায্য রূপান্তরের জন্য শ্রমিকদের আওয়াজ জোরদার করণ।